# বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়
# অডিট রিপোর্ট

## প্রথম খণ্ড

## যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
## বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন
## অর্থ বছর ঃ ২০০৫-২০০৬

---

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

# -ঃ সূচীপত্র ঃ-


| ক্রমিক নম্বর | বিবরণ | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন | ক |
| ২ | মহাপরিচালক এর বক্তব্য | খ |
| ৩ | প্রথম অধ্যায় | ১ |
| ৪ | অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ | ৩ |
| ৫ | অডিট বিষয়ক তথ্য | ৫ |
| ৬ | ম্যানেজমেন্ট ইস্যু | ৬ |
| ৭ | অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ | ৬ |
| ৮ | অডিটের সুপারিশ | ৬ |
| ৯ | দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ) | ৭—১৫ |
| ১০ | মহাপরিচালকের স্বাক্ষর | ১৫ |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮(১) ও ১২৮(২) এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর (এ্যাডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ২৭/০৬/১৪১৫ বঃ<br>
১২/১০/২০০৮ খ্রিঃ

স্বাক্ষরিত<br>
**আহমেদ আতাউল হাকিম**<br>
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল<br>
বাংলাদেশ।

# মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন ০৭ (সাত) টি প্রতিষ্ঠানের ২০০২ হতে ২০০৬ পর্যন্ত সময়কালের বিভিন্ন অর্থ বৎসরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খণ্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ ৩০/০৯/২০০৮ ঢাকা।

স্বাক্ষরিত

**এ কে এম জসীম উদ্দিন**
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

# প্রথম অধ্যায়

## (অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

# অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

| অনুচ্ছেদ নম্বর | আপত্তির শিরোনাম | জড়িত টাকা |
|---|---|---|
| ১. | ক্রয়নীতি লংঘন করে, দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ১,৬৫,৬৬,৪৩২ টাকার যন্ত্রাংশ/মালামাল ক্রয় এবং উক্ত ক্রয়ের ফলে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ক্ষতি। | ৯,১৭,৬৬৮ |
| ২. | দীর্ঘমেয়াদী বাস ইজারার অর্থ লীজ নীতিমালা ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ইজারাদারগণকে মওকুফ করার ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ১৮,১৪,০৫০ |
| ৩. | লীজ নীতিমালা ও বরাদ্দের শর্তাবলী লংঘন করে ইজারা প্রদানকৃত বাস কর্পোরেশনের অর্থায়নে মেরামত করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ১৫,৪৬,৫৫০ |
| ৪. | বাস চলাচলের ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ডিজেল খরচ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ১৪,৭৬,৩০৩ |
| ৫. | লং-লীজ গ্রহীতাদের নিকট হতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বাসের জমার টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি। | ১০,০৩,৮৯৫ |
| ৬. | লীজ গ্রহীতা জনাব দীপক সেন (স্বত্ত্বাধীকারী, সেন কনসোর্টিয়াম) এর নিকট প্রাপ্য বকেয়া ভাড়া ও গাড়ীর ক্ষয়-ক্ষতির/অপচয় এর টাকা জামানতের টাকার সাথে সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট টাকা আদায় না হওয়ায় সংস্থার ক্ষতি। | ৩,৯১,১৭০ |
| ৭. | ব্যর্থ দরদাতা/ক্রেতার বাজেয়াপ্তকৃত জামানত অনিয়মিতভাবে ফেরৎ প্রদান করায় সংস্থার ক্ষতি। | ২,৩৪,০৬৫ |
| | মোট টাকা | ৭৮,৮৩,৭০১ |

# অডিট বিষয়ক তথ্য

## নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ

- ২০০২-২০০৩ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ বৎসর।

## নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

- বি,আর,টি,সি বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ;
- বি,আর,টি,সি কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা ;
- বি,আর,টি,সি জোয়ার সাহারা বাস ডিপো, ঢাকা ;
- বি,আর,টি,সি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও, ঢাকা ;
- বি,আর,টি,সি সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, গাজীপুর ;
- বি,আর,টি,সি নরসিংদী বাস ডিপো, নরসিংদী ;
- বি,আর,টি,সি নতুন পাড়া বাস ডিপো, চট্টগ্রাম।

## নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- কমপ্লায়েন্স অডিট।

## নিরীক্ষার সময়ঃ

| ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | সময়কাল |
|---|---|---|
| ১. | বিআরটিসি বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। | ১৫/০৮/০৫ হতে ০৬/১০/০৫ |
| ২. | বি,আর,টি,সি কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা। | ২২/০৭/০৩ হতে ১৩/০৮/০৩,<br>২৬/০৭/০৫ হতে ০৮/০৮/০৫<br>১৪/০৮/০৬ হতে ০৫/০৯/০৬ |
| ৩. | বি,আর,টি,সি জোয়ার সাহারা বাস ডিপো, ঢাকা। | ২৪/০৯/০৬ হতে ২২/১০/০৬ |
| ৪. | বি,আর,টি,সি কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও, ঢাকা। | ২২/০৭/০৩ হতে ০৭/০৮/০৩ |
| ৫. | বি,আর,টি,সি সমন্বিত মেরামত কারখানা, গাজীপুর। | ০৮/০৯/০৩ হতে ৩০/০৯/০৩ |
| ৬. | বি,আর,টি,সি বাস ডিপো, নরসিংদী। | ১৪/০৯/০৬ হতে ০১/১০/০৬<br>১০/০৯/০৬ হতে ০১/১০/০৬ |
| ৭. | বি,আর,টি,সি বাস ডিপো, চট্টগ্রাম। | ২২/০৭/০৩ হতে ০২/০৮/০৩<br>২৩/০৪/০৬ হতে ২২/০৫/০৬ |

## নিরীক্ষা পদ্ধতি:

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আলোচনা ;
- রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা/পর্যালোচনা।
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

## সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ

- জনাব মিয়াজী মোঃ সাইফুল্লাহ সোবহান, পরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।
- জনাব মোঃ শামসুল হক মিজি, উপ-পরিচালক, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম।

## ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা।

## অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান, ও সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত আদেশ-নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা।
- বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত না রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

## অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান ও সরকার/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করতে হবে।

# দ্বিতীয় অধ্যায়
# (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ-১।

**শিরোনামঃ ক্রয়নীতি লংঘন করে দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে ১,৬৫,৬৬,৪৩২ টাকার যন্ত্রাংশ/মালামাল ক্রয় এবং উক্ত ক্রয়ের ফলে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৯,১৭,৬৬৮ টাকা ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- বিআরটিসি, সমন্বিত কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, জয়দেবপুর, গাজীপুর এবং কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও, ঢাকা এর ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে নগদ টাকায় বিপুল পরিমাণ মালামাল ক্রয় করা হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ক-১ " দ্রষ্টব্য)।
- অথচ অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/উঃগাঃসাঃ/৯৪/৩৩৯ তাং-১২/০৪/৯৪ মোতাবেক ১,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রেস টেন্ডার আহবান করার কথা থাকলেও এক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ টাকার মালামাল দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে স্পট কোটেশনের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।
- নিরীক্ষায় যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুতর আকারে পরিলক্ষিত হয়েছে তা হ'ল এই ক্রয় প্রক্রিয়ায় আর্থিক বিধি বিধান লংঘন করে কর্মকর্তাদের হাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে যাহা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।
- এক্ষেত্রে আর্থিক বিধি ও যথাযথ ক্রয়নীতি অনুসরণ না করার ফলে আয়কর অধ্যাদেশ-১৯৮৪ এর ৫২ ধারা এবং আয়কর বিধিমালা-১৯৮৪ এর বিধি-১৬ (সংশোধিত) অনুযায়ী মোট ব্যয়িত অর্থের উপর সরকার ৫,৪৪,৯২৩ টাকা আয়কর এবং ৩,৭২,৭৪৫ (৩,০৬,৫২০+৬৬,২২৫) টাকা ভ্যাট থেকে বঞ্চিত হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট " ক " দ্রষ্টব্য)।
- এক্ষেত্রে আর্থিক বিধি বিধান, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বর্ণিত আদেশ এবং রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা লংঘিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, তেজগাঁও তাদের জবাবে জানিয়েছিল যে, বিভিন্ন মডেলের সরকারি গাড়ি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করতে হয় বিধায় ঐ সকল গাড়ির যন্ত্রাংশ সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ওয়ার্কসপের স্থানীয় ক্রয় কমিটির মাধ্যমে কোন যন্ত্রাংশই এককভাবে এক লক্ষ টাকার বেশী মূল্যের ক্রয় করা হয়নি এবং মেরামত বিলে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করে কোষাগারে জমা করা হয়েছে। জবাবের সপক্ষে প্রমাণকসহ পুনঃ জবাব প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থাকে নির্দেশ দেয়া হয়।

**নিরীক্ষা মন্তব্যঃ**

- প্রমাণকসহ জবাব পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রেস টেন্ডার এড়ানোর জন্য এক্ষেত্রে খন্ডিত (Split up) ক্রয়ের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। তদুপরি জবাবে যে ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের কথা বলা হয়েছে তাহা ওয়ার্কশপের মেরামত বিলের উপর কর্তনকৃত।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৩/১২/২০০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে রাজস্ব ক্ষতির টাকা আদায় এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২।

শিরোনামঃ **দীর্ঘমেয়াদী বাস ইজারার অর্থ লীজ নীতিমালা ও চুক্তি বহির্ভূতভাবে ইজারাগণকে মওকুফের ফলে প্রতিষ্ঠানের ১৮,১৪,০৫০ টাকা ক্ষতি।**

<u>বিবরণঃ</u>

- বিআরটিসি, বাস ডিপো, নরসিংদী এর ২০০৩–০৬ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাস স্ট্যান্ড পরিবর্তন, যান্ত্রিক ক্রটি ও ছোট খাটো মেরামত, স্ট্যান্ডের পাশ্ববর্তী মার্কেটে আগুন লাগা, স্বল্প যাত্রী ইত্যাদি লীজ নীতিমালা ও চুক্তিপত্রের শর্ত বহির্ভূত কারণে ইজারাদারগণকে ইজারার অর্থ অনিয়মিতভাবে মওকুফ করার ফলে উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অথচ দীর্ঘমেয়াদী বাস লীজ নীতিমালা ও চুক্তি অনুযায়ী গাড়ি প্রথম চালুর সময়ে ট্রায়াল রান হিসেবে ৩ দিন এবং গ্রেস পিরিয়ড (রিবেট) হিসাবে মাসে ০৩ (তিন) দিনের অতিরিক্ত কোন রাজস্ব মওকুফযোগ্য নহে।
- তাছাড়া চুক্তিপত্রের ধারা-৯ অনুযায়ী বাস দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে বসে থাকলে বা অন্য কোন কারণে রাজস্ব মওকুফ হবে না এবং ধারা-১৬ অনুযায়ী যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে ডিপো থেকে বাস বের করা সম্ভব না হলে বা রাস্তায় বসে থাকলে রাজস্ব মওকুফ হবে (ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট "খ" তে দেয়া হল)।
- দীর্ঘমেয়াদী লীজ নীতিমালা ও চুক্তিপত্রের শর্ত লংঘন করে সরকারি অর্থ অনিয়মিতভাবে মওকুফ করা হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে মর্মে তাৎক্ষণিকভাবে জানানো হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান বা মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- নিয়ম বহির্ভূতভাবে ইজারার অর্থ মওকূফ করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৮-০৬-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশঃ**

- অনিয়মিতভাবে রাজস্ব মওকুফের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩।

শিরোনামঃ লীজ নীতিমালা ও বরাদ্দের শর্তাবলী লংঘন করে ইজারা প্রদানকৃত বাস কর্পোরেশনের অর্থায়নে মেরামত করায় প্রতিষ্ঠানের ১৫,৪৬,৫৫০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বিআরটিসি, বাস ডিপো, নরসিংদী এর ২০০৩–০৫ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রধান কার্যালয়ের ১১-৮-০৪ হতে ২৩-০৮-০৪ তারিখের বরাদ্দ আদেশের আওতায় ৬টি টিসি বাস নরসিংদী ডিপোর অধীনে দীর্ঘমেয়াদী লীজে পরিচালনার জন্য জনাব মোফাজ্জল হোসেন খান (সেজু) ও জনাব রফিকুল ইসলাম খানকে বরাদ্দ দেয়া হয়।
- বিআরটিসি'র দীর্ঘমেয়াদী বাস লীজ নীতিমালার ধারা-১০ অনুযায়ী লীজে পরিচালিত বাস মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব লীজ গ্রহীতার এবং বরাদ্দ আদেশের শর্ত (ঙ) অনুযায়ী বাসের কোন মেরামত খরচ বি,আর,টি,সি বহন করবে না।
- পরবর্তীতে লীজ গ্রহীতার ২২-৯-০৪ তারিখে আবেদনের প্রেক্ষিতে পূর্ববর্তী লীজ গ্রহীতার নিকট হতে আদায় সাপেক্ষে কর্পোরেশন কর্তৃক বাসগুলি মেরামতের জন্য ৭,১২,৫৫০ টাকা অনুমোদন দেয়া হয়। সেই মোতাবেক নরসিংদী ডিপোর তহবিল হতে ৭,১২,৫৫০ টাকা খরচে বাসগুলো মেরামত করা হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী লীজ গ্রহীতার নিকট হতে খরচকৃত অর্থ আদায় করে তহবিলে জমা করা হয়নি।
- তাছাড়া কল্যাণপুর বাস ডিপোর ২০০৫-০৬ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে ১৩-০১-৯৯ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ৬ ও ১২ নং শর্তানুযায়ী ইজারায় দেয়া বাস ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত করার বিধান থাকলেও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থে উক্ত বাস মেরামত করায় ৮,৩৪,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে। এক্ষেত্রে মোট ক্ষতির পরিমাণ ১৫,৪৬,৫৫০ (৭,১২,৫৫০+৮,৩৪,০০০) টাকা (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'গ' দ্রষ্টব্য।
- দীর্ঘমেয়াদী বাস লীজ নীতিমালা ও বরাদ্দ আদেশের শর্তাবলী লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নিরীক্ষিত অফিস/মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- লীজকৃত বাস সংস্থার অর্থে মেরামত করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৮-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪।

শিরোনামঃ বাস চলাচলের ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ডিজেল খরচ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৪,৭৬,৩০৩ টাকা।

বিবরণঃ

- বিআরটিসি, কল্যাণপুর বাস ডিপো, ঢাকা, নতুন পাড়া বাস ডিপো, চট্টগ্রাম, দ্বিতল বাস ডিপো, মিরপুর, ঢাকা এর ২০০২-০৩ অর্থ বছরের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বই, চেক, ভাউচার, বাস চলাচলের রেজিস্টার, জ্বালানী খরচের বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বাসগুলো রাস্তায় চলাচলের ক্ষেত্রে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা (অশোক লেল্যান্ড দ্বিতল বাসের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে ২.৩ কিঃমি, ভলবো দ্বিতল বাসের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে ১.৮ কিঃমিঃ এবং একতলা বাসের ক্ষেত্রে প্রতি লিটারে ৩.৫০ কিঃমিঃ) এর অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ করায় কল্যাণপুর বাস ডিপোতে ৮,৮৬,৪২৪ টাকা, চট্টগ্রাম বাস ডিপোতে ৩,৭৬,৩৮৭ টাকা এবং দ্বিতল বাস ডিপো মিরপুর, ঢাকায় ২,১৩,৪৯২ টাকা মোট ১৪,৭৬,৩০৩ টাকা হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেয়া হল)। ফলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের স্মারক নং-১৩/টেক/২২০-৯০/২৫৪/১(৯) তারিখ ৩০-৬-৯৭ এবং ১৩/টেক/২০/৯০-১৪১/২৩২ তাং-০৫/০৯/৯৪ লংঘিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দ্বিতল বাস ডিপো, মিপুর, ঢাকা মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত জবাবে উল্লেখ করেছে যে, অশোক লি-ল্যান্ড দ্বিতল বাস প্রতি লিটারে ২.৩ কিঃমিঃ এবং ভলবো দ্বিতল বাস প্রতি লিটারে ১.৮ কিঃমিঃ চলার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। এক্ষেত্রে আলোচ্য সময়ে অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে পুরো সময়ে একত্রে নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ডিজেল খরচ করা হয়নি। কল্যাণপুর এবং নতুন পাড়া বাস ডিপোর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- দ্বিতল বাস ডিপো, মিরপুর এর জবাব পুরোপুরি সঠিক নয়। কারণ বাৎসরিক হিসাবে অতিরিক্ত ডিজেল খরচ না হলেও মাস ভিত্তিক হিসাবে দেখা যায় ভলবো বাসে ২০০২ সালের জুলাই, আগস্ট, অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে নির্ধারিত সীমার (প্রতি লিটারে ১.৮ কিঃমিঃ) অতিরিক্ত ডিজেল খরচ করা হয়েছে এবং অশোক লেল্যান্ড দ্বিতল বাসে আগস্ট/২০০২ হতে নভেম্বর/০২ এবং ফেব্রুয়ারি/২০০৩ ও মার্চ/২০০৩ এ ৬ (ছয়) মাসে নির্ধারিত সীমার (প্রতি লিটারে ২.৩ কিঃমিঃ) অতিরিক্ত ডিজেল খরচ করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালীন সময়ে ভলবো বাসের নির্ধারিত সীমার কোন আদেশ দেখাতে না পারায় নিরীক্ষায় ভলবো বাসের বেলায়ও নির্ধারিত সীমা প্রতি লিটারে ২.৩ কিঃ মিঃ ধরে ৬৩,৯৮,৮৬৪ টাকার আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছিল। জবাবের প্রেক্ষিতে নির্ধারিত সীমা ১.৮ কিঃ মিঃ/ লিঃ ধরে আপত্তি সংশোধন করে ২,১৩,৪৯২ টাকা করা হলো।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৩-০৪-২০০৫ এবং ০৬-১২-২০০৫ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সংস্থার নির্দেশ অমান্য করে অতিরিক্ত ডিজেল ব্যবহারের ফলে সংঘটিত ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপচয় প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫।

শিরোনামঃ **লং-লীজ গ্রহীতাদের নিকট হতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী বাসের জমার টাকা আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি টাকা ১০,০৩,৮৯৫।**

**বিবরণঃ**

- বিআরটিসি, জোয়ার সাহারা বাস ডিপো ঢাকা এর ২০০৫-০৬ সালের দীর্ঘমেয়াদী লিজ প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, ভাড়া আদায় রেজিস্টার ও অনাদায়ী তালিকা নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, লীজ গ্রহীতাদের নিকট হতে চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী জমার টাকা আদায় না করায় উক্ত ক্ষতি হয়েছে (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট 'ঙ' তে দেয়া হল)।

- অথচ চুক্তিপত্রের ১ নং শর্তানুযায়ী ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণকারী ডিপোতে ০৭ (সাত) দিনের ইজারার টাকা ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা করার কথা থাকলেও নিয়ন্ত্রণকারী ডিপো কর্তৃক চুক্তিপত্রের ১ নং শর্ত অনুরসণ না করায় রাজস্ব বকেয়ার মাধ্যমে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- আপত্তির ব্যাপারে নিরীক্ষিত অফিস/মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী ৭ (সাত) দিনের জমার টাকা ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা নিলে এ ধরনের রাজস্ব বকেয়া জনিত ক্ষতি এড়ানো যেত।

- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৬-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- চুক্তির শর্তানুযায়ী জমার টাকা অগ্রিম জমা না নিয়ে বাস ডিপো থেকে বের হতে দেয়ার ফলে জমার টাকা অনাদায়ী থাকার বিষয়ে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬ ।

**শিরোনাম ঃ লীজ গ্রহীতা জনাব দীপক সেন(স্বত্বাধিকারী সেন কনসোর্টিয়াম) এর নিকট প্রাপ্য বকেয়া ভাড়া ও গাড়ীর ক্ষয়-ক্ষতি/অপচয় এর টাকা জামানতের টাকার সাথে সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট টাকা আদায় না হওয়ায় সংস্থার ৩,৯১,১৭০ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বিআরটিসি, জোয়ার সাহারা বাস ডিপো ঢাকা এর ২০০৫-০৬ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে নথি নং-১৫/হিসাব/বাজেট/০৫-০৬/২২৬১ পর্যালোচনায় দেখা যায় লীজ গ্রহীতা জনাব দীপক ৬,০০,০০০ জামানত এবং ৭২,০০০ টাকা রাজস্ব অগ্রিম বাবদ জমা রেখে লীজে বাস গ্রহণ করেন। বাস কর্পোরেশনকে ফেরৎ দেয়ার সময় তাঁর নিকট বকেয়া রাজস্ব বাবদ ৩,৪২,১০০ টাকা এবং ক্ষয়ক্ষতি/অবচয় বাবদ ৭,২১,০৭০ টাকা বি,আর,টি,সি পাওনা হয়। বি,আর,টি,সি এর পাওনা ১০,৬৩,১৭০ (৩,৪২,১০০+৭,২১,০৭০) টাকার সাথে লীজ গ্রহীতার জমাকৃত ৬,৭২,০০০ টাকা সমন্বয়ের পর ৩,৯১,১৭০ টাকা অসমন্বিত রয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" দ্রষ্টব্য)। অথচ চুক্তিপত্রের ১ নং শর্তানুযায়ী ৭ (সাত) দিনের রাজস্ব (ভাড়া) অগ্রিম জমা রেখে বাস ডিপো থেকে বের করতে দিলে শুধুমাত্র অবচয়ের টাকা জামানত ও অগ্রিম রাজস্বের সাথে সমন্বয় করা হলে অসমন্বিত অর্থের পরিমাণ হতো মাত্র ৪৯,০৭০ টাকা।
- অতএব, এক্ষেত্রে ইজারা চুক্তির ১ নং শর্ত লংঘিত হয়েছে এবং ক্ষতির অর্থ আদায়ে গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ**

- নিরীক্ষিত অফিস/মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- চুক্তির শর্তানুযায়ী ৭ (সাত) দিনের ভাড়ার অর্থ ধারাবাহিকভাবে অগ্রিম জমা রেখে ইজারাদারকে গাড়ি সরবরাহ করা হলে ভাড়ার অর্থ বকেয়া থাকত না। তাহলে জামানতের অর্থ থেকে ক্ষয়-ক্ষতি/অপচয়ের অর্থ আদায় করা যেত।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ১৬-০৮-২০০৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- চুক্তির শর্তানুযায়ী ৭ (সাত) দিনের ভাড়া অগ্রিম জমা না রেখে ডিপো থেকে বাস বের করতে দেয়ার ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে অনাদায়ী/বকেয়া অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭ ।

**শিরোনামঃ ব্যর্থ দরদাতা/ক্রেতার বাজেয়াপ্তকৃত জামানত অনিয়মিতভাবে ফেরত প্রদান করায় সংস্থার ২,৩৪,০৬৫ টাকা ক্ষতি।**

**বিবরণঃ**

- বিআরটিসি, বাস বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০০৩–০৫ সালের কার্যক্রম নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, অযোগ্য ঘোষিত ২৪টি টাটা বাস বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে জনাব মোঃ সিরাজ কর্তৃক দাখিলকৃত দরপত্র সর্বোচ্চ হওয়ায় তাঁর অনুকূলে ১০টি বাসের ২৩,৪০,৬৫২ টাকার বিক্রয় আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু ক্রেতা কর্তৃক আয়করসহ বাসের মূল্য নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে এবং জরিমানাসহ অতিরিক্ত সময়সীমার মধ্যে জমা দিতে না পারায় দরপত্র ও বিক্রয় আদেশের শর্তানুযায়ী জরিমানা বাবদ জমাকৃত জামানত থেকে বিক্রয়মূল্যের ১০% হারে ২,৩৪,০৬৫ টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ বিক্রয় আদেশ বাতিল করা হয়। বাজেয়াপ্ত জামানত ফেরৎ দেয়ার বিধান না থাকলেও সংশ্লিষ্ট ক্রেতার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত জামানত ফেরৎ দেয়ায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ছ" দ্রষ্টব্য।
- বি,আর,টি,সি'র স্মারক নং-১৭/পারচেজ/৩০১/৯৮/১৫৮ তারিখঃ ১১-০৫-৯৯ এর বিধান অনুযায়ী আরোপিত জরিমানা মওকুফ করা যায় না। এক্ষেত্রে উক্ত বিধান লংঘিত হয়েছে।

**অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ**

- নিরীক্ষিত অফিস/মন্ত্রণালয় থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ**

- বাজেয়াপ্তকৃত জামানত ফেরৎ দেয়ার ফলে সংস্থার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে সর্বশেষ ২০-১২-০৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

**নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ**

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
**এ কে এম জসীম উদ্দিন**
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-২৪৬৯কম/এ-৭০০ বই, ২০০৮।